দিনে ভর্তি গড়ে চার’শ, অধিকাংশের জ্বর-শ্বাসকষ্ট

জনবলসংকট, চিকিৎসক স্বল্পতা এবং অপর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধার মধ্যে জোড়াতালি দিয়ে চলছে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালের চিকিৎসাসেবা।

সরকারি কাগজপত্রে ২৫০ শয্যার হাসপাতাল হিসেবে স্বীকৃতি থাকলেও বাস্তবে এখানে জনবল কাঠামো মাত্র ১০০ শয্যার। ফলে প্রতিদিন চারশোরও বেশি রোগীর চাপ সামলাতে হচ্ছে অপ্রতুল জনবল দিয়ে।

গতকাল সোমবার মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতাল পরিদর্শন করে দেখা গেছে, হাসপাতালে ২৫০টি শয্যা থাকলেও হাসপাতালের মেঝে ও বারান্দাতেও তিল ধারণের ঠাঁই নেই। ২৫০ শয্যার বিপরীতে হাসপাতালে ভর্তি আছে ৪০০ রোগী। এর সঙ্গে একজন রোগীর সঙ্গে রয়েছেন আরও দুই থেকে তিনজন স্বজন। ফলে হাসপাতাল লোকারণ্যে পরিণত হয়েছে।

হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, রবিবার রাত ১২টা পর্যন্ত হাসপাতালে ভর্তি রয়েছে ৩২৭ রোগী। এর মধ্যে শুধু পুরুষ ওয়ার্ডেই ভর্তি রয়েছে ১৩৪ রোগী। ১০০ শয্যার বিপরীতে চিকিৎসকের পদ আছে ৪১টি। এর মধ্যে কর্মরত আছেন ২৯ জন।

তবে গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোতে চিকিৎসক না থাকায় চিকিৎসাসেবা ব্যাহত হচ্ছে। সিনিয়র মেডিসিন কনসালটেন্টের পদ শূন্য রয়েছে। একজন অ্যানেসথেসিস্ট ছিলেন, ঈদের আগে জরুরিভাবে তার বদলি হয়ে গেছে। ফলে মেজর অপারেশন বন্ধ রয়েছে। ২ জন শিশু কনসালটেন্টের বিপরীতে আছেন একজন জুনিয়র কনসালটেন্ট, ৭ জন মেডিকেল অফিসারের বিপরীতে আছেন মাত্র ২ জন। অফিস সহায়কের ৪টি পদই শূন্য। অ্যাম্বুলেন্স ৩টি থাকলেও চালক মাত্র ১ জন। ৫ শয্যার আইসিইউ ওয়ার্ড আছে, কিন্তু আইসিইউর জন্য নির্ধারিত জনবল নেই।

সদর উপজেলার আমদহ গ্রামের সাজ্জাদ হোসেন তার বাবাকে নিয়ে হাসপাতালে আছেন দুই দিন। বেড না পেয়ে চিকিৎসা নিচ্ছেন বারান্দায়।

দুর্ঘটনায় আহত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছেন উজুলপুর গ্রামের আব্দুর রহিম। তিনি জানান, ঈদের ছুটি থাকায় ঠিকমতো ডাক্তার আসেননি। তবে আজ সকালে ডাক্তার দেখে গেছেন।

হাসপাতালের পুরুষ ওয়ার্ডের দায়িত্বপ্রাপ্ত সেবিকা স্বপ্না খাতুন জানান, ঈদের দিন রাত থেকে রোগীর চাপ বেড়েছে। শ্বাসকষ্ট, বুকব্যথা, পেটব্যথাসহ বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে বেশি রোগী ভর্তি হচ্ছেন।

গতকাল সোমবার পুরুষ ওয়ার্ডে রোগী দেখছিলেন কনসালটেন্ট (কার্ডিওলজিস্ট) কাজল আলী। তিনি জানান, “পুরুষ ওয়ার্ডের অধিকাংশ রোগী শ্বাসকষ্ট ও জ্বর নিয়ে ভর্তি হয়েছেন। রোগীভেদে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। তবে শ্বাসকষ্টের রোগীদের অধিকাংশই বয়োজ্যেষ্ঠ এবং ধূমপানে আসক্ত হওয়ায় তাদের এ সমস্যা বেশি দেখা দিচ্ছে।”

হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডা. মো. সাজ্জাৎ হোসেন বলেন, “আমি মাত্র দুই মাস হলো এখানে এসেছি। তারপরও গত মাসে হাসপাতালের জনবলসংকট নিয়ে অধিদপ্তরে চিঠি লিখেছি, ভিডিও কনফারেন্সেও বলেছি। নতুন পদায়ন দেওয়া তো দূরের কথা, এখান থেকে চিকিৎসক বদলি করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। চিকিৎসক পদায়ন করা হলে মেহেরপুরবাসী এ হাসপাতাল থেকে ভালো চিকিৎসাসেবা পাবে এবং আমরাও চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করতে পারব।”

গাংনীর সাহারবাটিতে বিএনপি নেতাকে গুলি, মুমূর্ষু অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার সাহারবাটি গ্রাম বিএনপির সহসভাপতি মুকুল হোসেনকে গুলি করেছে দূর্বৃত্তরা।
আজ সোমবার ভোর পাঁচটার সময় কাথুলি সড়কের সাহারবাটি ও ভাটপাড়ার মাঝামাঝি কাশেম মোড় নামক স্থানে এই গুলির ঘটনা ঘটে।
মুকুল হোসেন সাহারবাটি ইউনিয়ন বিএনপির ও ক্রিড়া বিষয়ক সম্পাদক ও সাহারবাটি গ্রামের নেক মহাম্মদের ছেলে।
তার বুকে ও পিঠে পাঁচটি গুলি করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রত্যক্ষদর্শিরা। তাকে মূমূর্ষ অবস্থায় উদ্ধার করে প্রথমে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ও পরে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে

বর্তমানে চিকিৎসা চলছে।
ঘটনার পরপরই গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উত্তম কুমার দাসের নেতৃত্বে পুলিশের একটি টিম ঘটনাস্থলে পৌছেছে।
ঘটনাস্থল থেকে গুলির চারটি খোসা উদ্ধার করেছে।
স্থানীয়রা জানান, ফজরের আযানের পর রাস্তায় হাটতে বের হন মুকুল। সাাহারবাটী বাংগালপাড়া কাশেম মোড়ে পৌছালে মুকুলের ওপর গুলি করতে থাকে তিনজন। এসময় তাদের সাথে মুকুলের ধস্তাধস্তি হয়। পরে মুকুল মাটিতে লুটিয়ে পড়লে চিৎকার দেয় মুকুল। এসময় স্থানীরা তাকে উদ্বার করে হাসপাতালে নেয়া হয়। বর্তমানে তার অবস্থা আশংকাজনক। সাবেক ইউপি সদস্য ফরমান আলী জানান, ভোরে শুনতে পাই মুকুলকে ৫ টি গুলি করা হয়েছে। ঘটনা স্থলে গিয়ে দেখি মুকুলের শরীরের বিভিন্ন অংশে গুলি করা হয়েছে। তাকে উদ্বার করে হাসপাতালে নেয়া হয়। স্থানীয় বিএনপি নেতা বক্কার আলী জানান, বিএনপি নেতা মুকুলের ওপর এর আগেও একাধিকার বোমা হামলা করে হত্যা চেষ্টা করা হয়। এবারও তাকে হত্যার জন্য ৫ টি গুলি করা হয়েছে। এতে অন্যান্য নেতাকর্মীদের মধ্যে আতংক বিরাজ করছে।
সাাহারবাটীর আবুল কাশেম বলেন, আমরা ফজরের নামাজের জন্য মসজিদে যাচ্ছিলাম, আমাদের সামনে দিয়ে মুকুল হাটতে বের হয়। কিছ্ক্ষণ পরে শুনছি মুকুলকে গুলি করা হয়েছে।
মুকুল হোসেনকে এর আগেও দুই দফায় বোমা হামলা চালিয়েছিল দূর্বৃত্তরা।
ওসি উত্তম কুমার দাস জানান, গুলির ঘটনা জানতে পেরে আমিসহ পুলিশের একটি টীম ঘটনাস্থলে এসে চারটি গুলির খোসা উদ্বার করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত চলছে।

মেহেরপুরে কারাগার বন্দি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি

মেহেরপুর জেলা কারাগারে রাখা সদর উপজেলার আমঝুপির রেজাউল হকের ছেলে কাউসার (৫৭) আজ বৃহস্পতিবার দুপুর ১২টার দিকে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

কাউসারের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিস্তারিত এখনো জানা যায়নি, তবে কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, তার অবস্থা বর্তমানে স্থিতিশীল রয়েছে এবং পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে।

১২ বছর পর শনিবার অনার্স ভর্তি পরীক্ষা, অংশ নেবে ১০৬৩ পরীক্ষার্থী

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অনার্স প্রথম বর্ষের ভর্তি পরীক্ষা ২০২৪-২০২৫ শুরু হতে যাচ্ছে। দীর্ঘ ১২ বছর পর এই ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে, যা বাংলাদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক।

আগামী ৩১ মে সারাদেশের ন্যায় মেহেরপুর সরকারি কলেজ কেন্দ্রেও এই ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

মেহেরপুর জেলার একমাত্র কেন্দ্র হিসেবে মেহেরপুর সরকারি কলেজে মুজিবনগর ডিগ্রি কলেজ, মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজ এবং গাংনী সরকারি ডিগ্রি কলেজসহ জেলার বিভিন্ন কলেজের শিক্ষার্থীরা এখানে অংশ নেবে। এ কেন্দ্রে মোট ১,০৬৩ জন পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করবে।

পরীক্ষা শুরু হবে সকাল ১১টা থেকে ১২টা পর্যন্ত, তবে পরীক্ষার্থীদের এক ঘণ্টা আগে কেন্দ্রে উপস্থিত থাকতে বলা হয়েছে।

প্রস্তুতির বিষয়ে মেহেরপুর সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. এ কে এম নজরুল কবীর বলেন, “আমরা ১০০% প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছি। সিট প্ল্যান, কক্ষ বিন্যাস, প্রশাসনিক কার্যক্রম সব কিছুই শেষ হয়েছে। দীর্ঘ ১২ বছর পর ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ায় এটি আমাদের জন্য একটি চ্যালেঞ্জ। তবে আমরা এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত।”

তিনি আরও বলেন, “এই ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে আমরা কোয়ালিটি স্টুডেন্ট বাছাইয়ের সুযোগ পাব, যা ভবিষ্যতে মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করতে সহায়তা করবে। আমি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই এই উদ্যোগ নেওয়ার জন্য। যদি এই ভর্তি পরীক্ষার ধারা অব্যাহত থাকে, তাহলে তা আমাদের উচ্চশিক্ষার মানোন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।”

৩১ মে সকাল ১১টায় শুরু হওয়া এই ভর্তি পরীক্ষা যেন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়, সে বিষয়ে কলেজ কর্তৃপক্ষ সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করেছে।

দাতের মাজন ভেবে বিষ দিয়ে দাত মাজা, হাসপাতালে ভর্তি

দাত ব্রাশ করা মাজন ভেবে ইদুর মারা বিষ দিয়ে দাত মেজে শিশু ফাতেমা খাতুন (৩) এখন হাসপাতালে।

ফাতেমা খাতুন গাংনী উপজেলার সানঘাট গ্রামের দাড়িয়াপাড়া এলাকার মহিবুল ইসলামের মেয়ে।

আজ বুধবার (১৭ মে) সকাল ৯ টার দিকে এই ঘটনা ঘটে। শিশু ফাতেমা খাতুন এখন গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্্ের চিকিৎসাধীন রয়েছে। তবে, তার অবস্থা আশংকামুক্ত বলে জানিয়েছেন গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্্েরর জরুরী বিভাগে কর্মরত চিকিৎসক সুমাইয়া আফরোজ।

ফাতেমার মা হুসনে আরা বলেন, ঘরের মধ্যে চৌকির নিচে ইদুর মারা বিষ ছিল। মেয়ে হামাগুড়ি দিয়ে সেখানে গিয়ে বিষ দাত মাজার পাউডার ভেবে দাত মাজতে শুরু করে। পরে আমি দেখে তাড়াতাড়ি তাকে নিয়ে হাসপাতালে চলে এসেছি।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্্েরর জরুরী বিভাগে কর্মরত চিকিৎসক সুমাইয়া আফরোজ বলেন, এই প্রথম গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্্েের শিশু রোগীর বিষ শরীর থেকে ওয়াশ করা হলো। এর আগে বিষপান করা শিশুরোগীকে মেহেরপুর বা কুষ্টিয়াতে পাঠানো লাগতো। বর্তমানে শিশুটি সুস্থ আছে।

মুজিবনগর সংগ্রাম কমিটির নেতা মোমিন চৌধুরী অসুস্থ

ঐতিহাসিক মুজিবনগর সরকারের অন্যতম নেতা, বঙ্গবন্ধুর হাতে গড়া সংগ্রাম কমিটির বাগোয়ান ইউনিয়নের আহবায়ক প্রবীণ আওয়ামীলীগ নেতা মোমিন চৌধুরী অসুস্থ হয়ে মেহেরপুর ২৫০ শয্যার মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

তার কিডনীতে পাথর ও বার্ধক্যজনিত কারণে আজ মঙ্গলবার দুপুরের দিকে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লে পরিবারের লোকজন মোমিন চৌধুরীকে মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করেন। বর্তমানে তিনি হাসপাতালের আইসিইউতে রয়েছেন।

মোমিন চোধুরীর ছেলে ইতালি প্রবাসী মো: সোলাইমান চৌধুরী এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি তার পিতার আশু রোগ মুক্তির জন্য সকলের কাছে দোয়া চেয়েছেন।

উল্লেখ্য, মোমিন চৌধুরী বঙ্গবন্ধুর ডাকে পাড়ায় পাড়ায় সংগ্রাম কমিটি গঠণ করে ঘরে ঘরে দূর্গ গড়ে তোলার আহবানে সাড়া দিয়ে তৎকালিন সময়ে বাগোয়ান ইউনিয়ন কমিটি গঠণ করেছিলেন। তার নেতৃত্বে গঠিত সংগ্রাম এলাকায় পাক বিরোধী একটি শক্তিশালী প্রতিরোধ বাহিনী গড়ে ওঠে।

এছাড়া ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল ঐতিহাসিক মুজিবনগর বিপ্লবী সরকার গঠণে স্থানীয় নেতা হিসেবে মোমিন চৌধুরীর ভূমিকা ও সাংগাঠনিক দক্ষতা তাকে ইতিহাসে স্থান করে নিয়েছে। মোমিন চৌধুরী দীর্ঘদিন যাবৎ মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সহসভাপতি হিসেবে দায়ীত্ব পালন করে আসছেন।

মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক এমএ খালেক বলেন মোমিন চৌধুরী রাজনৈতিক অঙ্গণে একজন বর্ষিয়ান নেতা। বার্ধক্য জনিত কারণে তিনি এখন মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। তার আশু রোগ মুক্তির জন্য সকলের কাছেই দোয়া কামনা করেন।

গাংনী উপজেলা ব্যাপি ছড়িয়ে পড়েছে ছোট খাটো সংঘর্ষ

গাংনী উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় পারিবারিক কলহ, জমি সংক্রান্ত বিরোধ, মামলা মকদ্দোমাসহ নানা কারনে ছোট খটো সংর্ঘষ ছড়িয়ে পড়েছে।

একদিনে এ উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় সৃষ্ঠ ছোট খাটো ১৩ টি সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এসব সংঘর্ষে নারী পুরুষসহ প্রায় ১৫ জন আহত হয়েছেন। আহতরা গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে কেউ কেউ ভর্তি হয়েছেন। আবার কয়েকজন প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়ে বাড়ি ফিরেছেন।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরী বিভাগ এ সূত্র নিশ্চিত করেছেন। ২৮ আগষ্ট রবিবার দিনের বিভিন্ন সময়ে এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

আহতরা হলেন, গাংনী উপজেলার বাওট গ্রামের রুহুল আমীনের স্ত্রী পারভীনা খাতুন (৪০), শহিদুল ইসলামের স্ত্রী হানুফা খাতুন (৫০), ছেলে ফিরোজ আহম্মেদ (২৫), সহড়াতলা গ্রামের আবেদ আলীর ছেলে সাইফুল ইসলাম (৩৫), মালশাদহ গ্রামের মেহেরুল্লাহর ছেলে মোশাররফ হোসেন (১৫), মাইলমারী গ্রামের আবুল কালাম আজাদের স্ত্রী মর্জিনা খাতুন (৪০), চৌগাছা গ্রামের মুরাদ আলীর স্ত্রী রেকছোনা খাতুন (৪০), হেমায়েতপুর গ্রামের সজীব হোসেনের স্ত্রী সালমা খাতুন (২০), রামকৃষ্ণপুর ধলা গ্রামের চাঁদ আলীর স্ত্রী কাবি খাতুন (৬০), বানিয়াপুকুর গ্রামের আব্দুল হান্নান (৮৫) ও তার ছেলে মহিবুল ইসলাম (৩৫), গোপালনগর গ্রামের গঞ্জের আলীর ছেলে উজ্জল হোসেন (৩৫), কাজিপুর গ্রামের মোতাহার হোসেনের ছেলে লিটন হোসেন (৪৫) ও ভাটপাড়া গ্রামের সাইফুল ইসলামের ছেলে শাকিল হোসেন (২৩)।

আহতরা গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরী বিভাগের উপসহকারী কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার রাইহান বলেন, আহতদের শরীরের বিভিন্ন স্থানে ধারালো অস্ত্রের আঘাত ও লাঠিশোঠা দিয়ে মারের আঘাত রয়েছে।

উন্নয়ন কর্মী ও দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ এর গাংনী এরিয়া অফিসের সমন্বয়ক হেলাল উদ্দীন বলেন, নৈতিকতার দিকে মানুষ এখন দিন দিন নিগামী হচ্ছে। ছোট খাটো বিষয় নিয়ে বিবাদে লিপ্ত হচ্ছেন। একে অপরের রক্ত ঝরাচ্ছেন। এটা সামাজিক অবক্ষয়ের একটি দিক বলেছেন তিনি। এটা থেকে উত্তরণ পেতে সবাইকে প্রত্যেকের প্রতি প্রত্যেককে শ্রদ্ধাশীল ও সহনশীল হতে হবে। এছাড়া প্রশাসনিকভাবেও খারাপ মানুষের উপর আইনের প্রয়োগ করতে হবে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক বলেন, তুচ্ছ ঘটনা, জমি সংক্রান্ত বিরোধ পূর্ব শত্রতাসহ নানা বিধ কারনে এ উপজেলার মানুষ জন ছোট খাটো সংঘর্ষে লিপ্ত হচ্ছে। এখানে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টির কোনো বিকল্প নেই। সব যায়গায় আইন প্রয়োগ করে তো সামাজিক শান্তি ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়। সমাজিক সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে।

২ সন্তানকে গলা কেটে হত্যার পর নিজের শরীরে আগুন দিল মা!

রাজধানীর খিলগাঁওয়ের একটি বাড়ি থেকে দুই শিশু সন্তানের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আর অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় তাদের মাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

শনিবার সকালে খবর পেয়ে পুলিশ দক্ষিণ গোড়ানের একটি বাড়ি থেকে লাশ দুটি উদ্ধার করে।

নিহতরা হলেন- জান্নাতুল ফেরদৌস (১১) ও আলভী (৮)।

পুলিশ বলছে, পপি নামের এক নারী তার দুই শিশু সন্তানকে গলা কেটে হত্যার পর নিজের শরীরে আগুন দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা চালিয়েছেন।

অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় ওই নারীকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

খিলগাঁও থানার ওসি জানান, শুক্রবার রাতের কোনো এক সময়ে পপি তার

দুই শিশু সন্তানকে গলা কেটে হত্যার পর নিজের শরীরে আগুন দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা চালান।

খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। গুরুতর দগ্ধ অবস্থায় পপিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এ বিষয়ে পরে বিস্তারিত জানানো হবে বলে জানান তিনি।

সূত্র-যুগান্তর